সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

সরকারের কৃষি অনুকূল নীতি ও কৌশল গ্রহণের ফলে আবাদি জমি হ্রাস, বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, জলবায়ু পরিবর্তন, রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট এবং করোনা মহামারির অভিঘাত সত্ত্বেও কৃষির উৎপাদনধারা অব্যাহত রাখা এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সময়ে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতিতে কৃষি খাতে এ যাবৎকালের অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে ভবিষ্যতের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি সময় উপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪৮৪.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১১.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। তবে বেসরকারি খাতে মোট ১৭.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৪.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১৩.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩০,৯১১.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২১,০৬৬.৫১ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৮.১৫ শতাংশ। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ১৬,০০০.০০ কোটি টাকা এবং বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ১৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাত্রা ৪৭.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩২.০৪ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টিমান সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে সরকার সময়োপযোগী নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০, দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সময় বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে চতুর্থ স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে। উপরন্তু, বাংলাদেশ এখন দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়সম্পূর্ণ এবং সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম স্থানে রয়েছে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ধান ও ভুট্টাসহ সকল প্রকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা দ্রুততার সাথে সম্প্রসারণ করা এবং জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেচ কাজে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, সকল কৃষককে স্মার্ট কার্ড প্রদান, ক্লাইমেট

স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান ও ই-কৃষি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণের মূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) অব্যাহত রাখা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের নিকট পৌঁছানো, 'সমলয় চাষাবাদ' সম্প্রসারণ, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও টমেটোসহ বিভিন্ন সবজি ও ফল উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। পতিত জমির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি সেবা সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য 'কৃষি বাতায়ন' চালু রাখার পাশাপাশি দেশে মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। যে কোনো ফোন থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে যোগাযোগ করে কৃষকগণ কৃষিতথ্য সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়া, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষক বন্ধু ফোন-৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কমিউনিটি রুরাল রেডিওসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষিতথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনলাইন কৃষি মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম 'হর্টেক্স বাজার' এবং 'ফুড ফর নেশন' চালু করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনায় স্বল্প (১ বছর), মধ্য (২-৩ বছর) এবং দীর্ঘমেয়াদি (৪-৫ বছর) মোট ৯৭টি পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিয়মিত কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানসহ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার পাশাপাশি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, সার-বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণে প্রণোদনা ও সহায়তা কার্ড, সেচের মূল্য হ্রাস, হ্রাসকৃত ভাড়ায় কৃষিপণ্য পরিবহন, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা, স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিশেষ কৃষি ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ৪৫৮.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ৩২.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৪৯.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২০৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১০.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৮৪.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আউশ ৩৬.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৬৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২১৫.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১১.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.১ এবং লেখচিত্র ৭.১-এ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
আউশ	২২.৮৯	২১.৩৪	২৭.০৯	২৯.২০	৩০.১২	৩২.৮৫	৩২.৪৫	৩৬.৯০
আমন	১৩৪.৮৩	১৩৬.৫৬	১৩৯.৯৪	১৪০.৫৫	১৫৫.০২	১৪৪.৩৮	১৪৯.৫৮	১৬৩.৪৫
বোরো	১৮৯.৩৮	১৮০.১৬	১৯৫.৭৬	২০৩.৮৯	২০১.৮১	১৯৮.৮৫	২০৯.৭৭	২১৫.৩৪
মোট চাল	**৩৪৭.১০**	**৩৩৮.০৬**	**৩৬২.৭৯**	**৩৭৩.৬৩**	**৩৮৬.৯৫**	**৩৭৬.০৮**	**৩৯১.৮০**	**৪১৫.৬৯**
গম	১৩.৪৮	১৩.১২	১১.৫৩	১১.৪৮	১২.৪৬	১০.৮৫	১০.৮৬	১১.৬০
ভুট্টা	২৭.৫৯	৩৫.৭৮	৩৮.৯৩	৪৬.৯৯	৫৪.০২	৫৬.৬৩	৫৬.৩০	৫৭.৬৮
মোট	**৩৮৮.১৭**	**৩৮৬.৯৬**	**৪১৩.২৫**	**৪৩২.১১**	**৪৫৩.৪৪**	**৪৪৩.৫৬**	**৪৫৮.৯৬**	**৪৮৪.৯৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয় * লক্ষ্যমাত্রা।

লেখচিত্র: ৭.১ ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

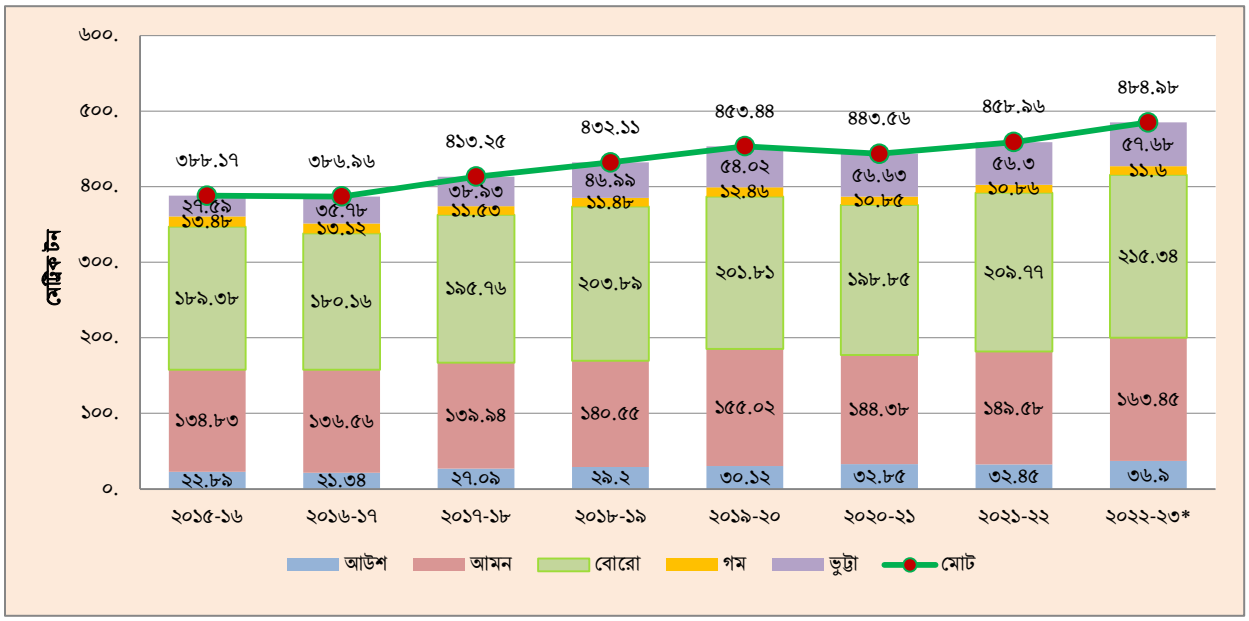

* লক্ষ্যমাত্রা।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৮.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে ২০.২০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৭.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৭.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ১১.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ১৬.০০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকৃত খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৫.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন)। বেসরকারি খাতে একই সময়ে আমদানির পরিমাণ ১৭.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৪.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১৩.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন)। ফলে সার্বিকভাবে দেশে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ২৯.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৯.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১৯.১২ লক্ষ মেট্রিক টন)।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা (Monetised) আকারে যেমন- ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই.) ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ত্রাণমূলক (Non-Monetised) খাতে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (TR), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাটিসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ৩২.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে ৩০.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (আর্থিক খাতে ২০.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ১০.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩২.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ২৮

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক (Monetised) খাতে ১৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক (Non-monetised) খাতে ৫.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন, সর্বমোট ১৯.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০২১-২২ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ২১.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

নিরাপদ খাদ্য

দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সক্রিয় (প্রো-অ্যাক্টিভ) ও প্রতিক্রিয়াশীল(রি-অ্যাক্টিভ) মূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর ০২ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একটি কেন্দ্রিয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকরি অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যের ভেজাল রোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুণগতমান পরীক্ষণ, রেস্তোরাঁর গ্রেডিং ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১,৪৪৭টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়েছে। পরিক্ষীত নমুনার মধ্যে ১,২৯৮ টি মানসম্মত, ১৪৯ টি মানসম্মত নয় বলে সরকার ঘোষিত স্বীকৃত ল্যাব কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে ১১৩টি এবং জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৭,৭৯২টি অর্থ্যাৎ সর্বমোট ৭,৯০৫ টি খাদ্য-স্থাপনা (হোটেল/রেস্তোরাঁ, মিষ্টি ও কনফেকশনারি, বেকারি এবং অন্যান্য) সরেজমিনে পরিদর্শন করে তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ৬৮টি হোটেল-রেস্তোরাঁ/খাদ্য স্থাপনাকে গ্রেডিং করে (A+, A, B এবং C) স্টিকার প্রদান করা হয়েছে। বিএফএসএ-এর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জুলাই হতে ফেব্রয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১১৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১০৪ জনকে দায়ী করে ১০৪ টি মামলা দায়ের ও ১.১৪ কোটি টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হয়েছে। সেইসাথে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রয়ারি পর্যন্ত হোটেল/রেস্তোরাঁর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সেবার মান উন্নয়নে ৮,৫৯০ জন খাদ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রয়ারি পর্যন্ত বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯৬টি এবং জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ৩০৭টি সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের বীজ প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। মানসম্পন্ন বীজ এককভাবে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানসম্মত বীজ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানও হাইব্রিড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৮৮টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৮৮টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষির সংখ্যা বর্তমানে ১,০১,১৩৪ জন। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ২,৫৯,৮২৫ একর। বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রায় ১.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.২ঃ বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ*
ধান বীজ	৯৩৩৬৪	৮৬২৬৬	৯৪৯৭৯	৯৩২১০	৯২৪০০	৯৭৯৮০
গম বীজ	১৬২২৮	১৪৭৬২	১৫৮০১	১৬৩০৩	১৩৩০০	১৫৮০০
ভুট্টা বীজ	৫২	৫৬৬	৫৬	৩৯	৬০	১০০
আলু বীজ	৩৫১৪৮	৩২৪৭৬	৩৩৩৫২	৩৩৮৫১	৩৬৫০০	৩১৬৯৭
পাট বীজ	৭৩৬	৫৯২	১৩০১	৯১১	১০০০	৮৫৪
ডাল বীজ	১৮০৭	২০২৯	১৯২০	১৮৫৬	১৮০০	১৯১১
তৈল বীজ	১৪২৭	১৬২১	১৪৯৯	১৪৭৯	১৬০০	১৬৯০
সবজি বীজ	৮৮	১০২	১২০	১১২	১১৫	৮৯
মসলা বীজ	১৫৪	১৫৮	২৮৫	৩৫৫	২২৫	১৪০
সর্বমোট	**১৪৯০০৪**	**১৩৮৫৭২**	**১৪৯৩১৩**	**১৪৮১১৬**	**১৪৭০০০**	**১৫০২৬১**

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব উচ্চফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈব সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল উৎপাদনের জন্য দিন দিন রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কৃষিতে এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৬৮.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২৬.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৩ ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

(হাজার মেট্রিক টন)

বছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএস	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০১৫-১৬	২২৯১.০০	৭৩০.০০	৬৫৮.০০	০	৩৯.৫৯	৭২৭.০০	৯.৯৬	২২৯.৪২	৫৩.৪৩	০.০০	৪৭৩৮.৪০
২০১৬-১৭	২৩৬৬.০০	৭৪০.০০	৬০৯.০০	০	৪০.০০	৭৮১.০০	১০.০০	৩২৩.৩০	৫৭.৪৭	০.০০	৪৯২৬.৭৭
২০১৭-১৮	২৪২৭.৪৬	৭০৬.৬২	৬৮৯.৯০	০	৫০.০০	৭৮৯.৪৭	১০.০০	২৫০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৫০৯৩.৪৫
২০১৮-১৯	২৫৯৪.০০	৭৮১.০০	৭৬৩.০০	০	৫০.০০	৭২৪.০০	১০.০০	২৮৫.০০	৯৫.০০	১২০.০০	৫৪২২.০০
২০১৯-২০	২৫০৫.০০	৬৬০.০০	৯৫৩.০০	০	৪২.০০	৭১৫.০০	৬.০০	৩৬০.০০	১১৫.০০	১০১.০০	৫৪৫৭.০০
২০২০-২১	২৪৬৩.০০	৫২৩.০০	১৪২৪.০০	০	৪০.০০	৭৯৮.০০	৪.০০	৫৫০.০০	১৪১.০০	১৩০.০০	৬০৭৩.০০
২০২১-২২	২৬৬১.০০	৭৩৬.০০	১৬৮৫.০০	০	৩০.৪৪	৮৯০.০০	৩.০৪৯	৫৩৯.৬৪	১৩৮.২৭	১৪২.১৫২	৬৮২৫.৫৫
২০২২-২৩*	২২৮৬.০০	৬৭৪.০০	১৪২৭.০০	০	২১.৭৭	৮২৬.০০	২.৫৬	৪৫৫.৯০	৯৯.৬৪	১২০.৪৪	৫৯১৩.৩১

সূত্র: এফএমএম, কৃষি মন্ত্রণালয় * ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

সেচ ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসল উৎপাদন নিবিড়তা, বহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। দক্ষ ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিঁরিবাঁধ নির্মাণ এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব অটো ওয়াটার রেকর্ডারের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপন করা সম্ভব হবে। এছাড়া স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের সেচ চার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মতো ফসলে সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথা সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ৪৫০টি সৌরচালিত সেচ পাম্প ও ১৯১টি সৌর বিদ্যুৎচালিত ডাগওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ১১টি সেচ প্রকল্প ও ০১টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে জুন, ২০২৩ সময়ের মধ্যে ৮৫০ কি. মি. খাল/নালা পুনঃখনন, ৬০০টি সেচ অবকাঠামো, ১,০০০ কি.মি. ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ সেচনালা, ১১৭টি শক্তিচালিত পাম্প, ৪৩৩টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ১০২টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ৩৮ কি.মি. ফসল রক্ষা বাঁধ, ২০৩টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ১৬টি স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ২০টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও ১,০০,১০৫ মিটার ফিতা পাইপ সরবরাহ করা হবে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) বিএমডিএ কর্তৃক ১৫,৪৯৬টি গভীর নলকূপ এবং ৬৭৩টি এলএলপি ব্যবহার করে প্রায় ৪.৭০ লক্ষ হেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রদান করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। বিএমডিএ কর্তৃক ২,২১৫.০৭ কি.মি. খাল, ৩,৭৫১টি পুকুর পুনঃখনন করে প্রায় ১.১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ প্রদান করা হয়েছে। সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদীতে পন্টুন (ভাসমান পাম্প) স্থাপন করে পাম্পের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের সাহায্যে খননকৃত খালে পানি সরবরাহ করে ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খননকৃত খাল, পুকুর ও নদীর পাড়ে ৬৭৩টি এলএলপি'র মাধ্যমে প্রায় ২২,৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। বোরো ধান চাষে যাতে পরিমিত পরিমাণ পানির ব্যবহার হয় সে লক্ষ্যে AWD পদ্ধতির প্রচলন করা হচ্ছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের যে সকল এলাকায় কোন সেচযন্ত্র কার্যকর নয়, সেসব এলাকায় পাতকূয়া খনন করে মাটির নীচের চুয়ানো পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পাতকূয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন করে পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনপূর্বক সেচযন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে স্বল্পসেচের ফসল চাষ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ ছিল ৫৫.২৭ লক্ষ হেক্টর, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬.৮৮ লক্ষ হেক্টরে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৭.২০ লক্ষ হেক্টর। নিম্নে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সেচকৃত জমির পরিমাণ তুলে ধরা হলোঃ

৭.৪ঃ সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩* লক্ষ্যমাত্রা
এলএলপি ও অন্যান্য	১১.৮৮	১২.২১	১২.৪৮	১২.৭০	১২.৮৭	১৩.১০	১৩.৩৩
গভীর নলকুপ	১০.৬৩	১০.৭২	১০.৭৬	১০.৮৪	১০.৮৫	১০.৩৮	১০.৩৯
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	৩০.৭৯	২৯.৮২	২৯.৯৪	৩০.০১	৩০.০৬	৩০.৭০	৩০.৭৫
অন্যান্য	১.৯৭	২.৮২	২.৬৯	২.৭২	২.৭৬	২.৭০	২.৭৩
মোট সেচ	**৫৫.২৭**	**৫৫.৫৭**	**৫৫.৮৭**	**৫৬.২৭**	**৫৬.৫৪**	**৫৬.৮৮**	**৫৭.২০**

উৎসঃ ডিএই, বিএডিসি, বিএমডিএ, কৃষি মন্ত্রণালয়। * লক্ষ্যমাত্রা।

পাট উৎপাদন

দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ আসে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে। সুতরাং এদেশের কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পাট খাতের অবদান অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে পাটের চাহিদা এবং বাজারমূল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০' প্রবর্তন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনবলে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭টি পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত আইন এবং বিধিমালা কার্যকরের জন্য বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাটের জমি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের সনাতন পণ্য যেমনঃ পাটের চট, বস্তা, দড়ি, সিবিসি ইত্যাদি এর পাশাপাশি আধুনিক পণ্য যেমনঃ পাটের ফেব্রিক্স, পাট উল, কম্বল, জায়নামাজ, কার্পেট, কাগজ, স্যানিটারী ন্যাপকিন, অগ্নিরোধী পাট আঁশ/কাপড়, পচনরোধী নার্সারী পট, জুট-জিও টেক্সটাইল ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে। বিশ্বের নামি দামি গাড়ী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গাড়ীর ইন্টেরিয়র বডি প্রস্তুতিতে পাট ব্যবহার করছে। এ জন্য পাটের কৃষি গবেষণার পাশাপাশি শিল্প গবেষণাও বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি বছরগুলোতে কাঁচা পাটের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে পাট চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে।

কৃষি ঋণ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বিগত অর্থবছরসমূহের ন্যায় চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ২৮,৩৯১.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ২৮,৮৩৪.২১ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০১.৫৬ শতাংশ। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩০,৯১১.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ২১,০৬৬.৫১ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৮.১৫ শতাংশ। বিগত অর্থবছরসমূহের ধারাবাহিকতায় দেশে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০১৪-১৫	১৫৫৫০.০০	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬	১৬৪০০.০০	১৭৬৪৬.৩৯	১৭০৫৬.৪৩	৩৪৪৭৭.৩৭
২০১৬-১৭	১৭৫৫০.০০	২০৯৯৮.৭০	১৮৮৪১.১৬	৩৯০৪৭.৫৭
২০১৭-১৮	২০৪০০.০০	২১৩৯৩.৫৫	২১৫০৩.১২	৪০৬০১.১১
২০১৮-১৯	২১৮০০.০০	২৩৬১৬.২৫	২৩৭৩৪.৩২	৪২৯৭৪.২৩
২০১৯-২০	২৪১২৪.০০	২২৭৪৯.০৩	২১২৪৫.২৪	৪৫৫৯২.৮৬
২০২০-২১	২৬২৯২.০০	২৫৫১১.৩৫	২৭১২৩.৯০	৪৫৯৩৯.৮০
২০২১-২২	২৮৩৯১.০০	২৮৮৩৪.২১	২৭৪৬৩.৪১	৪৯৮০২.২৮
২০২২-২৩*	৩০৯১১.০০	২১০৬৬.৫১	২০৯৮৫.৫৩	৫১২৩৪.৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত

উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটকালীন সময়ে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সেচ ও ফসল উপখাতে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষাকার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচকার্যক্রম সম্প্রসারণ; শস্য সংরক্ষণ সহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমূখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এসব বিবেচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রক্রিয়াধীন ও চলমান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- হাওর অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণ।
- ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং রির্চাজ ওয়েলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমৃদ্ধকরণ।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং সৌরশক্তিতে পরিচালিত পাতকূয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ।
- কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতনকরণ।
- দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রতিষ্ঠা ও এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ত ও অধিক তাপমাত্রাসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন।
- ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে কোন্ ফসলের জন্য কোন্ এলাকাটি উপযুক্ত তা নির্ধারণ।
- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- কৃষি খাতে মৌসুমী শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবেলায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
- বীজের সংকট দুর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার স্থাপন।
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ।

- দেশের জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কৃষি ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship, and Resilience (PARTNER) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সিলেট অঞ্চলে আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় ফসল উৎপাদনজাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য Flood Reconstruction Emergency Assistance for Agriculture (FREAR) শীর্ষক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন ও বিপনণ ব্যবস্থাকে টেকসই পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Online Fertiliser Recommendation Software, Bangladesh Rice Knowledge Bank ইত্যাদি।
- জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভূক্তকরণ এবং হাট-বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।
- বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর কল সেন্টারসমূহে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আমদানীকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয়করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবণাক্ততা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানী তেল/ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম গ্রহণ।
- কৃষিখাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় ও রোগবালাই চিহ্নিতকরণ ও তাদের আক্রমণমাত্রা নিরুপণ।
- সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ।
- অনাবাদি পতিত জমিচাষের আওতায় আনার লক্ষ্যে বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি/ফল উৎপাদনের জন্য পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সর্বোপরি আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ, পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির বাজার সংরক্ষণ

ও সম্প্রসারণের জন্য মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৭.৫৯ লক্ষ মে.টন; যা ২০১০-১১ সালের মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ১.৫৬ গুণ বেশি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। পাশাপাশি বিশেষ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। সারণি ৭.৬ এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
১. অভ্যন্তরীণঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৭৮	২.৭২	৩.২১	৩.২৫	৩.২৯	৩.৩৭	৩.৪৩	৩.৬৮
সুন্দরবন	১.৭৮	০.১৭	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.২১	০.২২	০.২৪	০.২০
বিল	১.১৪	০.৯৫	০.৯৮	০.৯৯	২.০০	১.০০	১.০৫	১.০৬	১.০৯
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.১০	০.১০	০.১০	০.১১	০.১৩	০.১২	০.১৮	০.১১
প্লাবনভূমি	২৬.৯৩	৭.৪৮	৭.৬৬	৭.৬৯	৭.৮২	৭.৭৩	৮.২৫	৮.৩১	৮.২১
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৩৯.০৮**	**১০.৫**	**১১.৬৪**	**১২.১৭**	**১২.৩৬**	**১২.৪৯**	**১৩.০১**	**১৩.২২**	**১৩.২৯**
(খ) চাষকৃত									
পুকুর	৩.৭৭	১৭.২০	১৮.৩৩	১৯.০০	১৯.৭৫	২০.৪৬	২০.৯১	২১.৬৭	২১.৮২
বাওড়	০.০৫৫	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.১	০.১১	২.২৭	২.৩২	২.৪৩
অর্ধ আবদ্ধ	১.৩৩	২.০৮	২.১৬	২.১৬	২.১৭	২.২৬	০.১১	০.১২	০.০৯
চিংড়ি খামার	২.৭৫৬	২.৪০	২.৪৭	২.৫৪	২.৫৮	২.৭	২.৭৯	২.৮৭	২.৮৪
পেন কালচার	০.৮৩৩	০.১৩	০.১৩	০.১১	০.১২	০.১৩	০.১৪	০.১৫	০.১১
কেজ কালচার	০.০০১	০.০২	০.০২	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৫	০.০৫	০.০৪
কাঁকড়া		০.১৩	০.১৪	০.১২	০.১২	০.১৩	০.১২	০.১৩	০.১৩
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৮.৭৫**	**২২.০৪**	**২৩.৩৩**	**২৪.০৫**	**২৪.৮৮**	**২৫.৮৩**	**২৬.৩৯**	**২৭.৩১**	**২৭.৪৬**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.৮৩**	**৩২.৫২**	**৩৪.৯৭**	**৩৬.২২**	**৩৭.২৪**	**৩৮.৩২**	**৩৯.৪০**	**৪০.৫৩**	**৪০.৭৫**
২. **সামুদ্রিকঃ**									
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		১.০৫	১.০৮	১.২	১.০৭	১.১৫	১.১৯	১.৩৭	১.৩০
(খ) আর্টিসেন্যাল		৫.২১	৫.২৯	৫.৩৫	৫.৫৩	৫.৫৬	৫.৬২	৫.৬৯	৫.৭৬
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৬.২৬**	**৬.৩৭**	**৬.৫৫**	**৬.৬০**	**৬.৭১**	**৬.৮১**	**৭.০৬**	**৭.০৬**
সর্বমোট	**৪৭.৮৩**	**৩৮.৭৮**	**৪১.৩৪**	**৪২.৭৭**	**৪৩.৮৪**	**৪৫.০৩**	**৪৬.২১**	**৪৭.৫৯**	**৪৭.৮১**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, *প্রক্ষেপিত।

লেখচিত্র ৭.২: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

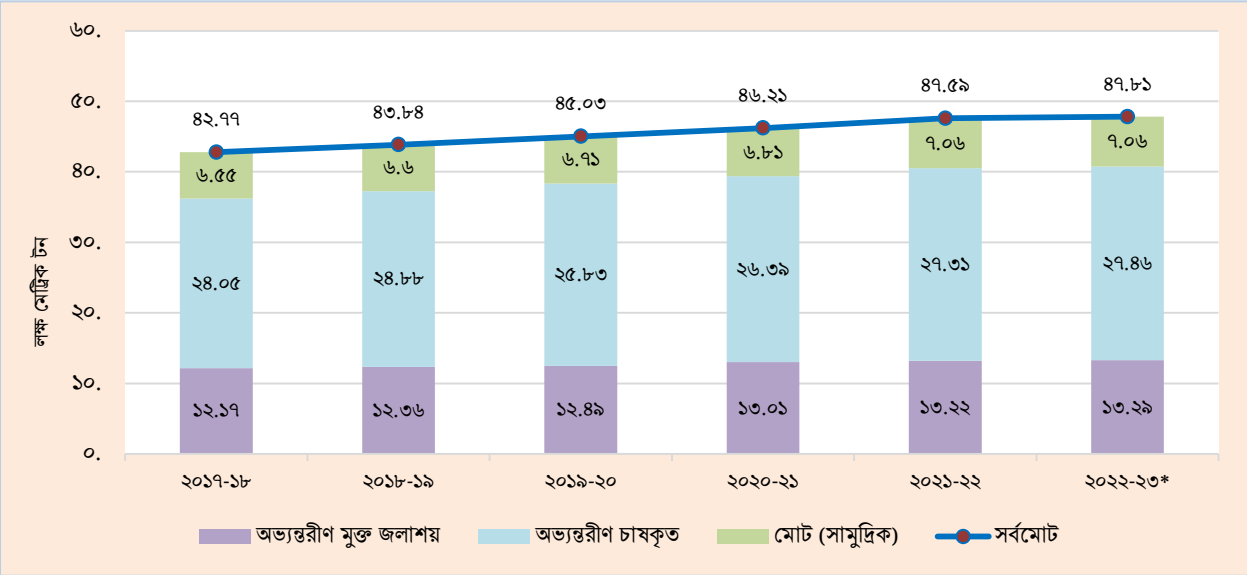

*প্রক্ষেপিত

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন

বর্তমানে মৎস্যচাষে মোট চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ করছে হ্যাচারি উৎপাদিত রেনু/পোনা। অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূরীকরণে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা পূরণে বর্তমানে দেশে ১৪৩ টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ১,১৯০টি খামার পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমান দেশে ১৭,৪৭৮ টি বেসরকারি নার্সারি পরিচালিত হচ্ছে।

জাটকা রক্ষা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ কর্মসূচি

ইলিশ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২.২২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। দেশের প্রায় ৬ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং ২৫ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে ইলিশ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে সরকার নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- Hilsha Fisheries Management Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বঙ্গোপসাগরের ৭,০০০ বর্গ কিমি ইলিশের প্রধান প্রজনন এলাকা চিহ্নিতকরণ;
- পদ্মা, মেঘনার উর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্ন অববাহিকায়, কালাবদর, আন্ধারমানিক ও তেঁতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩,১৮৮ বর্গ কিমি এলাকা মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা;
- ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণের ওপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- জাটকা সংরক্ষনের নিমিত্ত জাটকা আহরণের ওপর ৮ মাস (নভেম্বর-জুন) নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- বঙ্গোপসাগরে সব ধরনের মাছ আহরণের ওপর ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

- ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের (Alternative Income Generation) মাধ্যমে ইলিশ জেলেদের জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

উল্লিখিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সম্মিলিত অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ও আকার আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদনের (৩.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন) চেয়ে ৬৬.৭৬ শতাংশ বেশি। সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন চার মাসে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩.৯১ লক্ষ জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ৫৯,১৪১.০৪ মেট্রিক টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাছ আহরণে অবৈধ জালের অপব্যবহার নির্মূল করতে ২০২২ সালে ১৭টি জেলায় (বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, নোয়াখালী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও মুন্সীগঞ্জ) বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশাল জলরাশি হতে স্থায়ীভাবে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘময়োদী সুনির্দিষ্টি র্কমপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মপরকিল্পনা জাতিসংঘ ঘোষিত এসডজিডি (SDGs) এর সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-৩০ পর্যন্ত হালনাগাদ করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশসাধনে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০' এবং 'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৪৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। অত্যাধুনিক জরিপ ও গবেষণা জাহাজ R.V. Dr. Fridtjof Nansen দ্বারা ৩০ দিনের জন্য বাংলাদেশের Exclusive Economic Zone (EEZ) এর পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজ পরিচালনা করার জন্য FAO কে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে এ প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মেরিকালচার এবং সামুদ্রিক মৎস্যের ভ্যালুচেইন উন্নয়নে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণে তৈরী করা হচ্ছে Marine Spatial Planning যা সামুদ্রিক সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ রোধে National Plan of Action (NPOA) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন এবং সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরণের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ২০২২ সালে নিষিদ্ধকালীন মোট ৬৫ দিনের জন্য ১৪টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় ২,৯৯,১৩৫টি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৬,০৮৩.৪২ মেট্রিক টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য আহরণ চাপ কমাতে এবং স্থায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বেহুন্দি জালসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক জাল দ্বারা উপকূলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উপকূলীয় জেলাসমূহে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন হয়েছে ৭.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (৫.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন) চেয়ে ১.৩ গুণ বেশি।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে।
- দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAP) এবং Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (এসওপি) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবয়িত হচ্ছে।

উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪,০৪২.৬৭ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৫,১৯১.৭৫ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ২৬.৯৬ শতাংশ বেশি। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৩,১১৭.৪৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে ৩,২২৬.০৩ কোটি টাকা।

প্রাণিসম্পদ

দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃজন, সর্বোপরি, দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমূখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলায় সুদূর প্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন ছিল ১৩০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ৪.৪ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জনপ্রতি প্রাপ্যতা ২০৮.৬১ মিলি/দিন এ উন্নীত হয়েছে। সরকারের নীতিগত সহায়তার প্রেক্ষাপটে পোল্ট্রি সেক্টরে অব্যাহত বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে। গত কয়েক বছরে গবাদিপশুর অবৈধ বাণিজ্য রোধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণের বাণিজ্যিক উদ্যোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। গত একযুগে মাংস উৎপাদন ৪.৬৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯২.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে এবং জনপ্রতি প্রাপ্যতা দাঁড়িয়েছে ১৪৭.৮৪ গ্রাম/দিন। দেশের আবহাওয়া উপযোগী লেয়ার হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন, গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক ও প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপন, বাণিজ্যিক খামার সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের ফলে ডিম উৎপাদনে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ডিমের উৎপাদন ছিল ২,৩৩৫.৩৫ কোটি, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের উৎপাদনের (৬০৭.৮৫ কোটি) তুলনায় ৩.৮ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে ডিমের জনপ্রতি প্রাপ্যতা ১৩৬.০১ টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২৩) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৭-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৭ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
দুধ	লক্ষ মেট্রিক টন	৭২.৭৫	৯২.৮৩	৯৪.০৬	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪	৯৫.৬৮
মাংস	লক্ষ মেট্রিক টন	৬১.৫২	৭১.৫৪	৭২.৬০	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০	৯২.৬৫	৬৬.৭০
ডিম	কোটি	১১৯১.২৪	১৪৯৩.৩১	১৫৫২.০০	১৭১১.০০	১৭৩৬.০০	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫	১৬২৭.৮৯

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

গবাদিপ্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

গবাদিপশুর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ১৫,৩৮৯ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজ ২৮ শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশ এ উন্নীত হয়েছে। উল্লেখিত সময়ে সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন যথাক্রমে ৪.১ গুণ, ৪.৩ গুণ ও

৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২০.২৯ লক্ষ মাত্রা সিমেন উৎপাদনের মাধ্যমে ১০৫.৩৮ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে এবং ৪৮.০৭ লক্ষ টি সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

রোগ প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩২.০৪ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ও ফিল্ড ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাব আধুনিকায়নসহ ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১.৪৪ কোটি গবাদিপশু-পাখি ও ৫৪,১২৯ টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা সেবা এবং ৯,১৪৭ টি ডিজিজ সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

কৃষি খাতের সার্বিক বাজেট

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩৩,৬৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, যা মোট বাজেটের ৪.৯৭ শতাংশ। এ ছাড়া, সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ১৬,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ১২,৬৬০.৭৭ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এতদভিন্ন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ ৫০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাস পর্যন্ত ৩৬৬.২৪ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ১৫০.০০ কোটি টাকা। সরকার কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বৈদ্যুতিক বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান করছে।

কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রধান মৌসুমসমূহে শ্রমিক সংকট সমাধানসহ সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ বাবদ ৩,২২০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে মোট ৫,০০০ কোটি টাকার ঋণ সুবিধা সম্বলিত কৃষি রিফাইন্যান্স স্কিম গঠন করা হয়েছিল। এই প্যাকেজের আওতায় জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে ২য় পর্যায়ে আরও ৩,০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়। ফলে, এ প্যাকেজের আকার দাঁড়িয়েছে ৮,০০০ কোটি টাকা।